স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘাত

ড্যাফোডিল হঠাৎ বন্ধ, ভোগান্তি শিক্ষার্থীদের

জাহিদ হাসান সাকিল, সাভার

সাভারে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা ও হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল সকাল থেকেই দলে দলে শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে নদীপথে গন্তব্যে পাড়ি জমান। ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রম আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গতকাল সোমবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েন শিক্ষার্থীরা।

সহজে দ্রুত ক্যাম্পাস ছাড়তে অনেকে কাছের

খেয়াঘাটে ভিড় করেন।

প্রাথমিক তদন্ত সূত্রে পুলিশ বলছে, মূলত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে এই বিরোধ ও সংঘর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এলাকার কিছু সুবিধাবাদী বা দুর্বৃত্ত হয়তো এ বিরোধ থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার হাবিব কাজল জানান, গত রবিবার রাতে সাভারের ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগামী ১৬

তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক

কার্যক্রম বন্ধ ও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় গতকাল ভোর থেকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় আশুলিয়ার খাগানে তুরাগ নদের খেয়াখাটে শিক্ষার্থীদের বেশ ভিড় জমে।

নদী পার হয়ে মেট্রো রেল স্টেশন ও উত্তরা

পৌঁছাতে মূলত তাঁরা এই পথে যান।

সোহেল নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে চরম ভোগান্তিতে পড়েছি। অবরোধের মধ্যে কে কোথায় নিরাপদে যাব, বুঝে উঠতে পারছি না। দ্রুত এলাকা ছাড়তে অনেক স্টুডেন্ট এখন তুরাগ নদের খেয়াঘাটে।

,

বিশ্ববিদ্যালয়, এলাকাবাসী, শিক্ষার্থী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাসিবুল ইসলাম অন্তরকে স্থানীয় যুবক রাহাতসহ কয়েকজন ডেকে নিয়ে বেদম মারধর করে। গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ নভেম্বর মারা মারা যান অন্তর। খবরটি সহপাঠীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষব্ধ শিক্ষার্থীরা হামলায় চালান আশপাশের বাজার ও দোকানপাটে। হত্যার প্রতিবাদে সড়কে আগুন জেলে বিক্ষোভ করেন এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজনও পাল্টা হামলা চালায় শিক্ষার্থীদের ওপর। এরপর হামলা ও পাল্টা হামলা চলতে থাকে। পুলিশ এর মধ্যে রাহাতকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসের পাশের চানগাঁও এলাকায় স্থানীয় মসজিদে মাইকিং করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়। স্থানীয় লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিতে ক্যাম্পাসের এক অংশে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা এক হয়ে পাল্টা হামলায় চালিয়ে বাইরের বাজারে দোকানপাটসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যাপক ভাঙচুর চালান।

অন্তর হত্যার নেপথ্যে

সহপাঠী ও পুলিশের তথ্যে জানা যায়, ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় সাভারের খাগানে অন্তর ও বাপ্পী নামের দুই শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলে করে ক্যাম্পাসে ফিরছিলেন। এ সময় স্থানীয় রাহাতসহ ১২-১৫ জন তাঁদের গতিরোধ করে। বাপ্পীকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তারা এবং অন্তরকে তুলে নিয়ে যায় পাশের একটি জঙ্গলে। সেখানে অন্তরকে লোহার রড দিয়ে বেদম মারধর করে ফেলে রেখে যায়। আহত অন্তরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ নভেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় অন্তর মারা যান।

এ ঘটনায় করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. দিদার হোসেন জানান, ছয়-সাত মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী হোটেলে খাবার খেতে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে স্থানীয়দের বাগবিতণ্ডা হয়। ফলে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এরই জেরে অন্তরের ওপর হামলা চালায় রাহাতসহ তার সহযোগীরা। আসামিদের মধ্যে মনছুর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত একজন শিক্ষার্থী। তবে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, এলাকার কিছু সুবিধাবাদী বা দুর্বৃত্ত হয়তো ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বলে আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে।

এ বিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি দীপক চন্দ্র সাহা বলেন, ‘মূলত এখানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় এমন অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এমন তথ্যই আমরা পেয়েছি। তবে ঘটনা আগাগোড়া তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি সামাজিকভাবে বিষয়টির সমাধানে কাজ করছি আমরা। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’